# মুহাররমের ফযীলত

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# মুহাররমের ফযীলত

**আত্তারের দোয়া**

হে আল্লাহ পাক! যে কেউ "মুহাররমের ফযীলত" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে কারবালা ওয়ালাদের সদকায় বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা (Terrors) ও হিসাব নিকাশ (Accounability) থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।[১]

**উফ ওহ রাহে সিঙ্গলাখ, আহ! ইয়ে পা শাখ শাখ**
**এ্যয় মেরে মুশকিল কোশা! তুম পে করোড়ো দুরূদ**[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মুসনাদিল ফেরদৌস, ৫/২৭৭, হাদীস ৮১৭৫।
২. হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা।

## আশুরার দিনে খয়রাতের বরকত

আশুরার (অর্থাৎ দশ মুহাররামুল হারাম) দিন "রায়" রাজ্যের কাযীর নিকট এক ফকীর (Poor) এসে আরয করলো: আমি একজন খুবই গরীব ও অসহায় ব্যক্তি, আপনাকে আশুরার দিনের দোহাই! আমার জন্য দশ কিলো আটা, পাঁচ কিলো মাংস এবং দুই দিরহামের ব্যবস্থা করে দিন। কাযী (Judge) তাকে যোহরের নামাযের পর আসতে বললো। যখন ফকীর নির্দিষ্ট সময়ে আসলো তখন আসরের সময় আসতে বললো। সে আসরের পর আসলো, তবুও কিছু না দিয়ে খালি হাতে পাঠিয়ে দিলো। ফকীরের মন ভেঙ্গে গেলো। সে দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে এক অমুসলিমের নিকট গেলো আর তাকে বললো: আজকের পবিত্র দিনের সদকায় আমাকে কিছু দাও। সে জিজ্ঞাসা করলো: আজ কোন দিন? তখন ফকীর আশুরার কিছু ফযীলত বর্ণনা করলো। যা শুনে সে বললো: আপনি তো খুবই মহত্বপূর্ণ দিনের ওয়াস্তা দিয়েছেন, আপনার প্রয়োজনাদী বর্ণনা করুন। ফকীর তাকেও একই প্রয়োজনাদী বর্ণনা করলো। সেই ব্যক্তি দশ বস্তা গম, একশ কিলো মাংস এবং বিশ দিরহাম দিয়ে বললো: এগুলো আপনার পরিবার পরিজনের জন্য সারা জীবন এই মাসের এই দিনের ফযীলত ও মহত্বের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত থাকবে। রাতে কাযী সাহেব স্বপ্নে দেখলো যে, কেউ বলছে, চোখ তুলে তাকাও! যখন দৃষ্টি উঠালো তখন দু'টি আলিশান প্রাসাদ (Palaces) দেখলো, একটি রূপা ও স্বর্ণের ইট দ্বারা নির্মিত এবং আরেকটি লাল পদ্মরাগ পাথরের ছিলো। কাযী সাহেব জিজ্ঞাসা করলো: এই দু'টি প্রাসাদ কার জন্য? উত্তর এলো:



www.dawateislami.net

যদি তুমি ভিক্ষুকের অভাব পূরণ করে দিতে তবে এগুলো তুমি পেতে কিন্তু যেহেতু তুমি তাকে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিয়েছিলে, তাই এই দু'টি প্রাসাদ অমুক বিধর্মীর জন্য। কাযী সাহেব জাগ্রত হয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে গেলো। সকাল হলে সেই বিধর্মীর নিকট গেলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো: কাল তুমি কোন "নেকী" করেছো? সে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কিভাবে জানলেন? কাযী সাহেব নিজের স্বপ্নের কথা শুনালো আর অফার করলো: আমার কাঝ থেকে এক লাখ দিরহাম নিয়ে নাও এবং কালকের "নেকী" আমার নিকট বিক্রি করে দাও। সেই বিধর্মী বললো: আমি সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও তা বিক্রি করবো না, **আল্লাহ পাকের** রহমত ও দয়া খুবই মহান। একথা বলে সে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো।[১]

## "মুহাররম" বলার কারণ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** ইসলামী সালের প্রথম মাস হলো মুহাররম, এই মুবারক মাসের সম্মানের কারণেই একে "মুহাররম" নাম দেয়া হয়েছে।[২] **আল্লাহ পাক** ইসলামী সাল মুহাররামুল হারামের বরকতময় মাস দ্বারা শুরু করেছেন এবং আমাদেরকে এতে প্রতিদান ও সাওয়াব আর কল্যাণ ও বরকতের অসংখ্য সুযোগ দান করেছেন। মুমিন বান্দার জন্য নিজের পছন্দনীয় (বান্দা) হওয়ার পথ খুলে দিয়েছেন, যাতে বছরের শুরু থেকেই বান্দা তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং তাওবা করে, তবে তার গুনাহ ক্ষমা করে

১. রউযুর রায়াহীন, ২৭৫ পৃষ্ঠা।
২. তাফসীরে ইবনে কসীর, সূরা তাওবা, ৩৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১২৮।



www.dawateislami.net

দেয়া হবে। নেকীর প্রভাব বান্দার মাঝে বছরের শেষ পর্যন্ত থাকে, এমনকি বছরের শেষ মাস যিলহজ্জও ইবাদতে অতিবাহিত করে, আশা করা যায় যে, তার জন্য পুরো বছরের আনুগত্য লিপিবদ্ধ করে দেয়া হবে, কেননা যার আমলের শুরু এবং শেষ ইবাদতের উপর হলো তবে সে এই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত যে, উভয় সময়ের মধ্যবর্তীও ইবাদতেই লেগে ছিলো।[১]

**ইবাদত মে গুজরে মেরী জিন্দেগানী**
**করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী**[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মুহাররামুল হারামের দু'টি ফযীলত

(১) এক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রমযান ব্যতীত আমি আর কোন মাসের রোযা রাখবো? ইরশাদ করলেন: যদি তুমি রমযানের পর অন্য কোন মাসের রোযা রাখো তবে মুহাররমের রোযা রাখো, কেননা এটা **আল্লাহ পাকে**র মাস, এই মাসে একটি দিন রয়েছে, যাতে **আল্লাহ পাক** একটি সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করেছেন এবং অন্যান্যদের তাওবাও কবুল করবেন।[৩]

(২) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রমযান মাসের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো **আল্লাহ পাকে**র মাস মুহাররমের রোযা

১. লাতায়িফুল মাআরিফা, ৩৬ পৃষ্ঠা।
২. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা।
৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৩২৭, হাদীস ১৩৩৪।



www.dawateislami.net

এবং ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো রাতের নামায।[১]

## মুহাররামের প্রথম দশকের মহত্ব

হযরত সায়্যিদুনা আবু উসমান নাহদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তিনটি দশকের সম্মান করতেন। (১) রমযানুল মুবারকের শেষ দশক (২) যিলহিজ্জাতুল হারামের প্রথম দশক (৩) মুহাররামুল হারামের প্রথম দশক।[২]

## আশুরা দিবস

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই মুবারক মাসে ১০ মুহাররামুল হারামের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, এটি আশুরা দিবস নামে পরিচিত। ১০ মুহাররামুল হারামকে আশুরা বলার একটি কারণ এটাও যে, এই দিন **আল্লাহ পাক** ১০জন আম্বিয়ায়ে কিরামকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।[৩]

## আশুরা দিবসের সাথে কিছু মুবারক সম্পর্ক

আশুরা দিবসের আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক রয়েছে: (১) আশুরা দিবসে হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام কে সাহায্য করা হয়েছিলো এবং ফেরাউন ও তার অনুসারীরা এইদিন ধ্বংস হয়েছিলো। (২) হযরত সায়্যিদুনা নূহ নজিউল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর নৌকা "জুদী পাহাড়ে" গিয়ে থামে।

১. মুসলিম, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৫৫।
২. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৩৬ পৃষ্ঠা।
৩. ফয়যুল কদীর, ৪/৩৯৪, ৫৩৬৫ নং হাদীসের পাদটিকা।



www.dawateislami.net

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام মাছের পেঠ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। (৪) হযরত সায়্যিদুনা আদম সফীউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর তাওবা কবুলের দিন। (৫) হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে কুপ থেকে বের করা হয়েছিলো। (৬) এইদিন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর দুনিয়াতে আগমন হয় এবং এইদিনেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। (৭) আশুরার দিনেই হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর তাওবা কবুল হয়। (৮) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এইদিনই দুনিয়াতে শুভাগমন করেন। (৯) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা এইদিনেই দূর হয়েছিলো। (১০) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। (১১) এইদিনেই **আল্লাহ পাক** হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর পরীক্ষা দূর করেন। (১২) আশুরা দিবসেই হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কে বাদশাহী দান করা হয়।[১]

## ঈদের দিন

এইদিন বনী ইসরাঈলের ঈদের দিন ছিলো। বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আশুরার দিন কাতান কাপড় পরিধান করতেন এবং ইসমাদ সুমরা লাগাতেন।[২]

## রিসালতের প্রতিশ্রুতি ও আশুরা দিবস

জাহেলিয়্যতের যুগে কোরাইশরা আশুরার দিনে রোযা রাখতো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এইদিনে রোযা রাখতেন।[৩] ও এইদিনে

১. ওমদাতুল কারী, ৮/২৩৩। ২. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৫৭ পৃষ্ঠা।
৩. বুখারী, ১/৬৫৬, হাদীস ২০০২।



www.dawateislami.net

কাবা শরীফের গীলাফ পরিবর্তন করা হতো।[১]

খায়বার ও মদীনা মুনাওয়ারায় অসংখ্য ইহুদী বসবাস করতো, যেহেতু তারা সবাই বনী ইসরাঈলের বংশোদ্ভব ছিলো এবং বনী ইসরাঈলরা আশুরার দিনে ফেরাউন থেকে মুক্তি পেয়েছিলো, সেহেতু এই দিন তারা ঈদ উদযাপন করতো ও রোযা রাখতো।[২]

যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীন য়ে পাকে তাশরীফ নিয়ে আসলেন তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখলেন যে, ইহুদীরাও আশুরার দিনে রোযা রাখছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: আজকের দিনে রোযা কেন রেখেছো? ইহুদীরা আরয করলো: "এটি মহত্বপূর্ণ দিন, এটা ঐ দিন, যাতে **আল্লাহ পাক** বনী ইসরাঈলকে এবং হযরত মূসাকে (তাঁর শত্রু ফেরাউন থেকে) মুক্তি দিয়েছিলেন, এজন্য হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই দিনে রোযা রাখতেন ও আমরাও এই দিন রোযা রাখি।" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমরা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর তোমাদের চেয়েও বেশি হকদার।" অতএব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এইদিন রোযা রাখলেন এবং মানুষদেরকে রোযা রাখার আদেশ প্রদান করলেন।[৩]

## আশুরার রোযা ফরয ছিলো

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শুরুর দিকে আশুরার রোযা মুসলমানের উপর ফরয ছিলো, অতঃপর রমযানের রোযার মাধ্যমে

১. বুখারী, ১/৫৩৬, হাদীস ১৫৯২।
২. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।
৩. মুসলিম, ৪৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৫৮।



www.dawateislami.net

এর ফরযিয়্যত রহিত (Abrogate) হয়ে গিয়েছিলো।[১] এখন আশুরার রোযা রাখা ফরয নয়, কিন্তু এই দিনে রোযা রাখাতে অনেক বড় সাওয়াব রয়েছে।

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) আমার **আল্লাহ পাকের** প্রতি সুধারণা যে, আশুরার রোযা এক বছর পূর্বের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।[২] (২) আশুরার রোযা এক বছরের রোযার সমান।[৩]

## একদিন পূর্বে বা একদিন পরে

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আশুরার দিন রোযা রাখো আর এতে ইহুদীদের বিরোধীতা করো, আশুরার দিনের পূর্বে বা পরে আরো একদিন রোযা রাখো।[৪]

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আশুরার দিনের আর রমযান মাসের রোযা ব্যতীত অন্য কোন দিনের রোযাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্বেষণ (Seek) করতে দেখিনি।[৫]

## আশুরার রোযা মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেলো

একজন আলিম সাহেবকে স্বপ্নে দেখা গেলো, প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: ৬০ বছর ধরে আশুরার রোযা রাখার বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে গেছে। এক বর্ণনায়

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৮০।
২. মুসলিম, ৪৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৪৬।
৩. মুসনাদে আহমদ, ৮/৩৮১, হাদীস ২২৬৭৯।
৪. মুসনাদে আহমদ, ১/৫১৮, হাদীস ২১৫৪।
৫. বুখারী, ১/৬৫৭, হাদীস ২০০৬।



www.dawateislami.net

এটাও রয়েছে: আশুরা এবং একদিন পূর্বে ও পরে রোযা রাখার বরকতে।[১]

## আশুরা দিবসের সম্মান পশুরাও করে থাকে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আশুরা এমন একটি মুবারক দিন, যা মানুষ তো মানুষ, পশু পাখি এমনকি হিংস্র প্রাণীরাও এর সম্মান করে থাকে আর এর সম্মানে রোযাও রাখে।

বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কয়েকটি চোখে দেখা ঘটনাবলী, অভিজ্ঞতা ও বাণী সমগ্র পড়ুন: (১) মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন ইবাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এই বিষয়টি জানতে পারলাম যে, হিংস্র প্রাণীরা মুহাররামের দশ তারিখে রোযা রাখে।[২] (২) হযরত সায়্যিদুনা ফাতাহ বিন শাখরাফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি প্রতিদিন পিঁপড়াদের জন্য রুটি টুকরো টুকরো করে দিতাম, যখন দশ মুহাররামের দিন আসতো তখন পিঁপড়ারা তা খেতো না।[৩] (৩) হযরত আবুল হাসান আলী বিন ওমর কুযওয়াইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দশ মুহাররম পিঁপড়ারাও রোযা রাখে।[৪] (৪) আব্বাসী খলিফা আল কাদির বিল্লাহর সাথেও এরূপ হয়েছিলো, তখন তিনি খুবই আশ্চার্য হলেন, তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান কুযওয়াইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

১. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৫৭ পৃষ্ঠা।
২. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৫৭ পৃষ্ঠা।
৩. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৫৭ পৃষ্ঠা। হাফিয নাসিরুদ্দীনের রিসালা সমগ্র, ৭৪ পৃষ্ঠা।
৪. হাফিয নাসিরুদ্দীনের রিসালা সমগ্র, ৭৪ পৃষ্ঠা।



www.dawateislami.net

১০ মুহাররামের দিন পিঁপড়ারা রোযা রাখে।[১] (৫) হযরত আল্লামা ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেশকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৮৪২ হিঃ) লিখেন: ১০ মুহাররামুল হারাম এক ব্যক্তি গ্রামে আসলো, লোকেরা তখন পশু জবাই করছিলো, সে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গ্রামের লোকেরা বললো: "আজ হিংস্র পশুরা রোযা রেখেছে, আমাদের সাথে চলো, আমরা তোমাকে দেখাচ্ছি।" তারা তাকে একটি বাগানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো, তার বর্ণনা হলো: আসরের পর চারিদিক থেকে হিংস্র পশুরা আসতে লাগলো এবং বাগানটি ঘিরে নিলো, তাদের মাথা আকাশের দিকে উঠানো ছিলো, কোন একটি প্রাণীও (এই মাংস থেকে) কিছুই খায়নি, যখনই সূর্যাস্ত হলো, সেই প্রাণীগুলো মাংসের উপর ঝাপিয়ে পড়লো আর দ্রুত সবকিছু খেয়ে ফেললো।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## চন্দ্র মাসের প্রথম রাতের দোয়া

সম্ভব হলে তবে চন্দ্র মাসের প্রথম রাতে এই দোয়া পাঠ করে নিন, কেননা যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাঁদ দেখতেন তখন এই পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ۔[৩]

---

১. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৫৭ পৃষ্ঠা।
২. হাফিয নাসিরুদ্দীনের রিসালা সমগ্র, ৭৪ পৃষ্ঠা।
৩. অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! এই চাঁদকে আমাদের জন্য বরকত, ঈমান, নিরাপত্তা এবং ইসলামের সহিত উদিত করো। আমার ও তোমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ।
(তিরমিযী, ৫/২৮১, হাদীস ৩৪৬২)



www.dawateislami.net

## নতুন বছর ও মাসের দোয়া

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হিশাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নতুন বছর বা মাসের আগমনে সাহাবায়ে কিরাম (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) একে অপরকে এই দোয়া শিখাতেন:

اَللّٰھُمَّ اَدۡخِلۡہُ عَلَیۡنَا بِالۡاَمۡنِ وَالۡاِیۡمَانِ وَالسَّلَامَۃِ وَالۡاِسۡلَامِ وَرِضۡوَانٍ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ وَجَوَارٍ مِّنَ الشَّیۡطَانِ۔ (১)

## সমস্ত কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা

হযরত শাহ কলিমুল্লাহ শাহজাহাঁ আবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যে ব্যক্তি ১২বার এই দোয়াটি

سُبۡحٰنَ اللّٰہِ مِلۡءَ الۡمِیۡزَانِ وَمُنۡتَھَی الۡعِلۡمِ وَمَبۡلَغَ الرِّضَا وَزِنَۃَ الۡعَرۡشِ لَا مَلۡجَاءَ وَلَا مَنۡجَا مِنَ اللّٰہِ اِلَّا اِلَیۡہِ. سُبۡحٰنَ اللّٰہِ عَدَدَ الشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِ وَعَدَدَ کَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّآمَّاتِ کُلِّھَا اَسۡاَلُہُ السَّلَامَۃَ بِرَحۡمَتِہٖ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ وَھُوَ حَسۡبِیۡ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ نِعۡمَ الۡمَوۡلٰی وَنِعۡمَ النَّصِیۡرُ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیۡرِ خَلۡقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ اَجۡمَعِیۡنَ (২)

---

১. অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! একে আমাদের জন্য নিরাপত্তা ও ঈমান, সালামতি ও ইসলাম এবং তোমার সন্তুষ্টিওয়ালা আর শয়তান থেকে বিরতকারী বানাও।
(মু'জামুল আওসাত, ৪/৩৬০, হাদীস ৬২৪১)

২. অনুবাদ: মীযান পূর্ণ করা, ইলমের আকাঙ্ক্ষা, মাবলাগে রিযা এবং আরশের ওজনের সমান আল্লাহর প্রবিত্রতা। আমি আল্লাহ পাকের নিকট নিরাপত্তা ও রহমতের প্রার্থনা করছি ও গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা ও নেকী করার শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আর আল্লাহই যথেষ্ট এবং কতইনা উত্তম পরিকল্পনাকারী ও কতইনা উত্তম অভিভাবক আর কতইনা উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহ পাকের রহমত হোক তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে উত্তম মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি, তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রতি।



www.dawateislami.net

পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করে নিবে, সমস্ত কষ্ট এবং বিপদাপদ থেকে **আল্লাহ পাকের** নিরাপত্তায় থাকবে।[১]

## ফারুকে আযম দিবস এভাবে উদযাপন করুন

১লা মুহাররামুল হারাম জান্নাতী সাহাবী আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদতের (Martyrdom) দিন, এইদিনে তাঁর জন্য ইছালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করুন, তাছাড়া আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা **"ফারুকে আযমের কারামত"** অধ্যয়ন করুন, যদি আপনি হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনি আরো বিস্তারিত পাঠ করতে চান তবে মাকতাবাতুল মদীনার ১৭২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে ফারুকে আযম"** সংগ্রহ করুন।

(**দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পাঠ করতে পারবেন, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউটও করা যাবে।)

## আশুরার রাতে গোসল করুন

আশুরার (অর্থাৎ দশ মুহাররমের) রাত আসলে তখন গোসল করুন, কেননা এই রাতে যমযমের পানি সকল পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় এবং এই রাতে গোসল করাতে সারা বছর অসুস্থতা থেকে নিরাপদ থাকে।[২]

১. মারকায়ে কলিমী, ১৮৭ পৃষ্ঠা। ২. আন নূরু ফি ফাযায়িলিল আয়ামি ওয়াশ শুহুর, ১২৩ পৃষ্ঠা।



www.dawateislami.net

## আশুরার দিনের বিভিন্ন আমল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুর রহমান বিন আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দশ মুহাররম খুবই মহত্বপূর্ণ একটি দিন, সুতরাং উচিৎ যে, যতটুকু সম্ভব ভাল কাজ করুন। কল্যাণময় সময়কে গণিমত জানুন আর উদাসীনতা (Heedlessness) থেকে বিরত থাকুন।[১] অতএব এই নেক কাজগুলো করুন: (১) আশুরার দিনে রোযা রাখুন এবং এর সাথে নবম বা একাদশ মুহাররামুল হারামেরও রোযা মিলিয়ে রাখুন।[২] (২) হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর বাণী হলো: **আশুরার দিন যে এক হাজার বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, তবে তার দিকে আল্লাহ পাক দৃষ্টি প্রদান করবেন এবং যার দিকে আল্লাহ পাক দৃষ্টি প্রদান করবেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না।**[৩] (৩) আশুরার দিনেই হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর তাওবা কবুল হয়েছিলো, অতএব এইদিনে তাওবা ও ইস্তিগফার করুন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবার উপর অটল থাকার দোয়া করুন।[৪] (৪) আশুরার দিন বিশেষ করে ইসমদ সুরমা লাগান, এর বরকতে চোখ রোগাক্রান্ত হবেনা।

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আশুরার দিন ইসমদ সুরমা চোখে লাগায়, তবে তার চোখ কখনোই রোগাক্রান্ত

১. আত তাবসারাতু লিইবনে জাওযী, ২/৮।
২. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৫১৮, হাদীস ২১৫৪।
৩. আন নূরু ফি ফাযায়িলিল আয়ামি ওয়াশ শুহুর, ১২৪ পৃষ্ঠা।
৪. লাওয়ামেয়েল আনওয়ার, ২৫৯ পৃষ্ঠা।



www.dawateislami.net

হবে না।[১] (৫) কবর যিয়ারত করুন। (৬) (সম্ভব হলে) **আল্লাহ পাকের ভয়ে** অশ্রু বিসর্জন করুন।[২]

## পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহের ক্ষমা

**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার দশ মুহাররামুল হারামে জুমার নামায আদায় করার পর মসজিদে নববীতে একটি পিলারের নিকট তাশরীফ রাখেন। সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে বসে ছিলেন। মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আযান দেয়া শুরু করলেন আর যখন "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله" বললেন তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে উভয় চোখের উপর রাখলেন এবং বললেন: "قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!"[৩] যখন হযরত সায়্যিদুনা বিলালে হাবশী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আযান দেয়া শেষ হলো তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে আবু বকর! যে ব্যক্তি এরূপ করবে যেরূপ তুমি করেছো, **আল্লাহ পাক** তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"[৪] হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই কর্মকে পালন করতে গিয়ে শুধু আশুরার দিন নয় বরং যখনই মুহাম্মদ নাম শুনবেন তখনই বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় চুম্বন করার অভ্যাস গড়ুন।

---

১. শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৬৭, হাদীস ৩৭৯৭।
২. মারকায়ে কলিমী, ১৯০ পৃষ্ঠা।
৩. ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার চোখের শীতলতা।
৪. তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭/২২৯।



www.dawateislami.net

## রিযিকে বরকত লাভের অনন্য উপায়

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মুহাররমের দশ তারিখে নিজ সন্তানদের জন্য ব্যয় করাকে প্রসারিত করবে তবে **আল্লাহ পাক** সারা বছর তাকে সমৃদ্ধি (Affluence) দান করবেন।" হযরত সায়্যিদুনা সুফীয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এই হাদীসকে পরীক্ষা করে এমনই পেয়েছি।[১]

হকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "মুহাররমের দশ তারিখে নিজের সন্তান সন্ততি, চাকর বাকর, ফকীর মিসকিনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করবে, তবে اِنْ شَآءَ الله সারা বছর তাদের খাবারে বরকত হবে, মুসলমানরা আশুরার দিন হালিম (খিছুড়ী) রান্না করে, এর মর্ম হলো এই হাদীস শরীফ, কেননা হালিমে (খিছুড়ীতে) সব ধরনের খাবার থাকে, গম, মাংস এবং ডাল চাল ইত্যাদি, তবে اِنْ شَآءَ الله খিচুড়ী রান্না করা ঘরে এই সকল খাবারে বরকত হবে।" তিনি আরো বলেন: মনে রাখবেন! আশুরার দিন নিজে রোযা রাখুন এবং সন্তানদেরকে, ফকীরদেরকে ভালভাবে খাওয়ান, অতএব এই হাদীস আশুরার রোযার বিরোধী নয়।[২]

## আশুরা দিবস ও কারবালার ঘটনা

**হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত!** মুহাররামুল হারাম মাসে প্রতি বছর আমাদেরকে শুহাদায়ে কারবালা এবং বিশেষকরে

১. মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৩৬৫, হাদীস ১৯২৬।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১১৫।



www.dawateislami.net

রাসূলের নাতি, সৈয়্যদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্মরণ করিয়ে দেয়, কেননা ১০ মুহাররামুল হারাম একষট্টি (৬১) হিজরীতে ইসলামের ইতিহাসে সত্য ও মিথ্যার (Right and Wrong) মাঝে এক মহান যুদ্ধ (Battle) সংগঠিত হয়, যা কারবালার যুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়, এতে শুহাদায়ে কারবালার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ দৃঢ়তা সকল হক পন্থিদেরকে বাতিলের সামনে অকুতভয় এবং প্রয়োজনে দ্বীন ইসলামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার মহান শিক্ষা দিয়েছে। যদি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এজিদের বাইয়াত (Pledge of allegiance) হতেন তবে সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনী তাঁর কদমের নিচে থাকতো, তাঁকে সম্মান করতো, ধন ভান্ডারের মুখ খুলে দেয়া হতো এবং দুনিয়ার সম্পদ তাঁর কদমে বিলিয়ে দেয় হতো কিন্তু যাঁর অন্তর দুনিয়ার ভালবাসা শূন্য হয় বরং স্বয়ং দুনিয়া যাঁর ঘরের খাদেমা হয়, সে এই দুনিয়ার রঙ রূপের প্রতি কেনইবা দৃষ্টি দিবে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুনিয়ার আরাম আয়েশকে ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং সত্যের পথে আসা বিপদকে আনন্দচিত্তে স্বাগত জানালেন আর এত বিপদাপদের পরও কপট এজিদের ন্যায় প্রকাশ্য ফাসিক ব্যক্তির বাইয়াত হওয়ার খেয়ালও নিজের পবিত্র অন্তরে আসতে দেননি, নিজের ঘর উজাড় করা, নিজের রক্ত প্রবাহিত করতে রাজি ছিলেন কিন্তু ইসলামের সম্মানে বাঁধা আসতে দেননি, **আল্লাহ**র শপথ! কারবালার ময়দানে কারবালা ওয়ালাদের ইসলামের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা হয়ে থাকবে।

**কতলে হোসাইন আছল মে মরগে এজিদ হে**
**ইসলাম জিন্দা হোতা হে হার কারবালা কে বা'দ**



www.dawateislami.net

আহ! আমরাও যেনো পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা ও প্রেমকে অন্তরে ধারন করে, তাঁদের মুবারক জীবনির উপর আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতকে আলোকিত করি এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করি।

**ঘর লুটানা জান দে-না কোয়ি তুঝ সে সিখ জায়ে**
**জানে আ'লম হো ফিদা এ্যয় খান্দানে আহলে বাইত**
**দৌলতে দীদার পায়ী পাক জানেঁ বে'চ কর**
**কারবালা মে খুব হি চমকি দুকানে আহলে বাইত**[১]

## আয়নায়ে কিয়ামত

আলা হযরতের ভাইজান হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারবালা ঘটনাবলী সম্পর্কে **"আয়নায়ে কিয়ামত"** নামে একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন, এই কিতাব সম্পর্কে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয সাহেবের কিতাব যেটি আরবীতে, তা অথবা মরহুম হাসান মিয়া আমার ভাইয়ের **"আয়নায়ে কিয়ামত"** কিতাবে বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, এটি শুনা উচিৎ, অবশিষ্ট ভূল বর্ণনা সমূহ পড়া থেকে না পড়া এবং না শুনা অনেক ভাল।[২]

## কোন জিনিষ দ্বারা ফাতিহা দিবেন?

হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুহাররম মাসে দশদিন পর্যন্ত বিশেষকরে দশম দিনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও অন্যান্য শুহাদায়ে কারবালাদের

১. যওকে না'ত, ১০০ পৃষ্ঠা।
২. মলফুযাতে আলা হযরত, ২৯৩ পৃষ্ঠা।



www.dawateislami.net

ইছালে সাওয়াব করা হয়ে থাকে, কেউ শরবত ফাতিহা দেন, কেউ চাউলের খির, কেউ মিষ্টান্ন, কেউ রুটি মাংস, যা দিয়ে ইচ্ছা ফাতিহা দেয়া জায়িয, যেমনিভাবে ইছালে সাওয়াব করা একটি ভাল কাজ। কিছু কিছু অজ্ঞ লোকেরা পরামর্শ দেয় যে, মুহাররমে শুহাদায়ে কারবালা ছাড়া আর কারো ফাতিহা না দেয়া উচিৎ, তাদের এরূপ ধারনা ভূল, যেমনিভাবে অন্যান্য দিনে সবার ফাতিহা দেয়া যায়, এই দিনেও দেয়া যাবে।[১]

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শিরনী (মিষ্টান্ন) ইত্যাদি শুহাদায়ে কিরামদের নামে ফাতিহা দেয়া, অবশ্যই প্রতিদান ও বরকত লাভের উপায় এবং মুহাররমের দশ তারিখ এর জন্য অধিক উপযুক্ত।[২]

## শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাড়িতে বছরে দু'টি মাহফিল হতো: (১) মিলাদের মাহফিল (২) শাহাদতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাহফিল। এই দ্বিতীয় মাহফিলের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এই মাহফিলে আশুরার দিন বা তার একদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হতো, (এতে) চার পাঁচশ লোক বরং হাজারো লোক জমা হতো এবং দরূদ শরীফ পাঠ করতো। এরপর যখন ফকীর আসতাম লোকেরা বসে যেতো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর হাদীস শরীফে আসা ফযীলত

১. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬৪৪।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৯৮।



www.dawateislami.net

বর্ণনা করা হতো। অতঃপর কোরআন খতম করা হতো এবং পাঞ্জে আয়াত পাঠ করে খাবারের যে জিনিষ বিদ্যমান থাকতো তাতেই ফাতিহা করে দেয়া হতো।[১]

## আমীরে আহলে সুন্নাতের আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হলেন এক মহান আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত বরং তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তো লাখো কোটি (মানুষকে) আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত বানিয়ে দিয়েছেন, এর বাস্তব চিত্র হলো তাঁর লিখনি এবং বাণী সমগ্র। পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা এবং তাঁদের জীবনি সম্বলিত আমীরে আহলে সুন্নাতের এই পুস্তিকা সমূহ অধ্যয়ন করুন: **ইমাম হোসাইন** رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ **এর কারামত, কারবালার রক্তিম দৃশ্য, হোসাইনী দুলহা, হযরত আলী** رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ **এর কারামত, ইমাম হাসানের ৩০টি ঘটনা**।

আশুরার দিন ভোজের আয়োজনের পাশাপাশি সময় কুরবানী দিয়ে শহীদে কারবালার ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে ৮, ৯, ১০ বা ৯, ১০, ১১ মুহাররামুল হারাম মাদানী কাফেলায় সফরও করুন, এর অশেষ বরকত অর্জিত হবে, اِنْ شَآءَ الله

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়ারাও জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. ফতোওয়ায়ে আযীযী, ১/১০৪।



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ